8th International Children's Film Festival, Bangladesh
JANUARY 24-30, 2015

আমাদের উৎসব

৮ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ । ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন । Future in Frames

বৃহস্পতিবার । ২৯ জানুয়ারি, ২০১৫ । ৪ পাতা । মূল্য ৫ টাকা । সংখ্যা ০৬

"ভালো পরিচালক হতে হলে নিজেকে পরিচালনা করতে জানতে হবে"

আচ্ছা ধর একটি ছেলে প্রথম দিন কলেজে এসেছে, প্রথমদিনই সে তার শিক্ষকের সাথে ঝগড়া করবে এবং কলেজ থেকে বের হয়ে যাবে। ঠিক কি করলে তার শিক্ষকের সাথে ঝগড়া লাগবে? বিষয়টা বেশ কঠিন, তাই না? কি এমন করলে শিক্ষকের সাথে ঝগড়া করা যাবে? তাও আবার কলেজের প্রথমদিন! এমনই এক কঠিন সমস্যার সমাধান করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল ৮ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের নির্বাচিত ৫০জন শিশু ও তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা। এখন নিশ্চয়ই জানতে চাও যে, কে এই কঠিন সমস্যাটি তাদের সামনে হাজির করলো? তিনি হলেন তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা আবু শাহেদ ইমন। ৮ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের ৫ম দিনে বিকাল ৩টায় 'ব্রিটিশ কাউন্সিল' এর একটি কক্ষে আয়োজন করা হয় একটি বিশেষ কর্মশালা। কর্মশালাটির শুরুতেই তিনি প্রত্যেকটি শিশু ও তরুণ নির্মাতাদের ১মিনিট করে সময় দেন নিজেদের সম্পর্কে কথা বলার জন্য। এরপরে তিনি নিজের জীবন ও পরিচালক হয়ে ওঠার গল্প বলেন। তার বর্ণাঢ্য জীবন থেকে সবাই জানতে পারে নিজেকে একজন চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে গড়ে তুলতে কি করতে হবে। হাসি আর ঠাট্টার মাঝে মাঝে তিনি জানাচ্ছিলেন তার অভিজ্ঞতার কথা এবং আরও জানালেন তার সদ্য নির্মিত 'জালালের গল্প' শিরোনামের চলচ্চিত্র সম্পর্কে। যার মধ্যে তিনি বিশেষ ভাবে মনে করিয়ে দেন, "নিজেকে পরিচালক হিসেবে দেখতে চাইলে আগে নিজেকে পরিচালনা করতে জানতে হবে এবং ছবি বানাতে গেলে গল্প বলতে জানতে হবে। নিজের জীবনের গল্পগুলোই হতে পারে আমাদের ছবি তৈরী করার সবচাইতে ভালো মাধ্যম।"

কর্মশালার এক পর্যায়ে প্রশ্ন-উত্তর পর্বে নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি এবং পরবর্তী পর্যায়ে দেখানো হয় তার নির্মিত চলচ্চিত্র "The Container"। পরে তিনি কথা বলেন তার ছবি তৈরীর জটিল সব বিষয় নিয়ে। গল্প থেকে শুরু করে সাউন্ড পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ই ওঠে আসে আলোচনায়। শিশু ও তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতারাও তাদের মতামত দিয়ে আলোচনা আরও প্রাণবন্ত করেন। সেই আলোচনা গড়ায় তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যন্ত। সবকিছু শুনে তাদের সব ব্যাপার খেয়াল রেখে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা দেন তিনি। ঘণ্টা দুই কথা বলার পরেও কর্মশালার শেষে এসে তিনি বলেন, "আরও অনেক গল্প করার ইচ্ছা ছিল, আজ তো আর হল না। অন্য আরেকদিন করব। তোমরা বুকে বল নিয়ে শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যাও।"

- সাদীয়া ইসলাম রোজা

সাংবাদিকদের মুখোমুখি নির্মাতারা!

উৎসবের ৫ম দিন ২৮শে জানুয়ারি শাহবাগের পাবলিক লাইব্রেরির সেমিনার কক্ষে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত মোট ৩ ভাগে ক্ষুদে ও তরুণ নির্মাতারা মুখোমুখি হয়েছিল সাংবাদিক ও দর্শকদের সাথে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উৎসব সমন্বয়ক জুটি সাদিয়া তাবাস্‌সুম প্রীতি ও ফারিহা জাহান। দর্শক ও বিচারকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ক্ষুদে নির্মাতারা। এছাড়াও তাদের কথায় উঠে আসে তাদের ছবি তৈরীর নানান তিক্ত ও মজার অভিজ্ঞতার কথা।

- আশিক ইব্রাহিম

উৎসবের রোবো-মানব...

"... একটা রোবট! টানা ৭দিন জেগে জেগে ঠিকই কাজ করতে পারবে কিন্তু একবার যখন রোবট'টা নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আর রোবট'টাকে সহজে জাগানো যাবে না। ঠিক করতে অনেকদিন লাগবে। অনেক চার্জ প্রয়োগ করতে হবে। আর ..." আমাদের প্রতিভাবান গ্রাফিক ডিজাইনার এস.এম. আমিনুল ইসলাম সম্পর্কে এমনটাই বলতে থাকেন উৎসবের শ্রেষ্ঠ ফাঁকিবাজ মাসুদুল হক ।এস.এম. আমিনুল ইসলাম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র। ভূগোল নিয়ে পড়লেও দ্রাঘিমারেখা, অক্ষরেখা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যাথা নেই। তার মাথা ব্যাথা শুধুমাত্র গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে। কোন রঙের সাথে কোন রঙ যাবে, ফন্ট সাইজ ১১ হবে না ১৪ হবে তাতেই তার মাথা ব্যাথা। এই উদার মনের মানুষটির সম্পর্কে উৎসব প্রোগ্রামার আবীর ফেরদৌস বলেন, "কুম্ভকর্ণের বাবা হচ্ছে আমিনুল ইসলাম। ফোন ধরে না, ইচ্ছা করে সাইলেন্ট রাখে... ।" তিনি ব্যস্ত মানুষ। ফোন সাইলেন্ট রাখবেনই। তার নির্মিত সকল কাজ দৃশ্যমান। কিন্তু আমিনুল ইসলাম মাত্রই অদৃশ্য। গুগল সার্চ করেও তার অবস্থান সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না। "আমিনুল খুবই ট্যালেন্টেড একটি ছেলে। যার কিনা মাথা ভড়া আইডিয়া কিলবিল করে। কিন্তু সমস্যা একটাই! ওর সাথে সর্বক্ষণ কাউকে না কাউকে লাগিয়ে রাখতে হয়, যে তাকে খোঁচাখুচি দিয়ে কাজ বের করবে। কেউ যদি ওর পিছে লেগে থেকে কাজটি আদায় করে নিতে পারে কিংবা ওই সিরিয়াস হয়ে কাজটি করে দিতে পারে, তবে সেটা হয় মুগ্ধ হয়ে দেখার মত একটি কাজ।" এমনটাই বললেন উৎসব পরিচালক রায়ীদ মোরশেদ।

- আমিনুল ভাই সম্পর্কে কিছু বলো...

- আমিনুল ভাই? উনি তো কিছু হলেই গায়েব হয়ে যান। আরকেটা কথা, তিনি খুব হাসতে হাসতে কাজ করিয়ে নিতে পারেন। এমনটাই বলল গ্রাফিক টিমের আরেক সদস্য সিয়াম।

আমিন ভাই একটু অদ্ভুদ। যখন জাগেন, জেগেই থাকেন। যখন ঘুমান, ঘুমাতেই থাকেন। সেইসাথে আরেকটি কাজ করেন, সারারাত জেগে কষ্ট করে ইমেইল লেখে তা সেন্ড করার আগ মুহূর্তে কী-বোর্ডে মাথা রেখে ঘুমিয়ে যান।

আবীর: আরে আর বলো না। সানগান মেরেও ওকে ঘুম থেকে জাগানো যায় না...

আমাদের উৎসব: আর কিছু?

আবীর: ওর পাশে আগুন আগুন বলে চিৎকার করলেও নির্বিকার হয়ে বলে, "তোমরা নিভাও, আমি ঘুমাই!"

"... একজন ডিজাইনার ও আইটি ব্যক্তিত্ব হিসেবে ওর অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ও যদি ওর বদ অভ্যাস গুলো ছেড়ে, নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে পারে, তবে জীবনে আরও উন্নতি করতে পারবে বলে আমি মনে করি।" উৎসব পরিচালক রায়ীদ মোরশেদের উক্ত কথাগুলো গ্রাফিক ডিজাইনিংয়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র আমিনুল ইসলাম খুব গুরুত্বের সাথে নিবেন বলে আশা করছি।

- *মাহমুদ সৌরভ*

এক নজরে রোবো-মানব:

* তার হাসিই হচ্ছে ঝাড়ি!
* তিনি ভালো রান্না করেন!
* টানা ২/৩/৪ দিন ঘুমান না, ঘুমালেও ২/৩/৪ দিনের আগে উঠেন না!
* মেয়েঘটিত ঝামেলায় পড়ার পর থেকে তিনি দাঁড়ি রাখা শুরু করেন তার চাঁদমুখখানা আড়াল করে রাখার জন্য!

কাজের ফাঁকে সেলফি!

উৎসবের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ টিমটি হল সেলস্ টিম। এখানে কাজ করছে এষা, নাওয়ার, দ্রাহা, ঈশিতা, শান্ত, ফাহাদ ও অরিয়ন। কথা হল নতুন ভলান্টিয়ার নাওয়ারের সঙ্গে, "সেলস্ এ কাজ করতে খুবই ভালো লাগছে। অনেক নতুন বন্ধু পেয়েছি। আর অনেক সেলফিও তুলছি।" সেলস্ টিমে রোজ বিক্রি হয় ২-৩ হাজার টাকার। এত টাকা খরচ করতে ইচ্ছে করে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে নাওয়ার জানায়, "করে না আবার! সব টাকা দিয়ে আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা করে।" কোন মজার ঘটনা ঘটেছে কিনা জানতে চাইলে সে জানায়, এক ভদ্রলোক ফিল্মের সিডিউল দেখে নাক সিঁটকে বললেন, 'দশ মিনিটের আবার ফিল্ম হয়? আমার ছবিগুলো তো ৩ ঘণ্টার নিচে হয়ই না!' দলনেতা এষার কাজে সেলস্ টিমের কাজ নিয়ে প্রশ্ন করলে সে জানায়, "আমরা সবকিছুর ন্যায্য দাম রাখার চেষ্টা করি। কোন কিছুরই বেশি দাম রাখছি না।"

-আদিবা কারিন

"ঘুরে বেড়ানোই মজার"

আমাদের উৎসবে যে ডেলিগেটরা আসে তাদের এই উৎসবের সাথে কো-অর্ডিনেট করা, তাদের টি-শার্ট, ব্যাগ, বুলেটিন সরবরাহ করা, তাদের উপস্থিতি নোট করা, ডেলিগেটদের অ্যাপায়ন করা এইগুলোই ডেলিগেট টিমের মূল কাজ।" এভাবেই বলছিলেন ডেলিগেট টিমের সদস্য সেজান। ৮ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবকে সফল বানাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে ডেলিগেট টিম। এ টিমের সদস্যরা হলেন- আফনান, সৃজন ও সেজান। ডেলিগেট টিমের সদস্যদের সারাদিন স্টলেই বসে থাকতে দেখা যায়। একজন সদস্য তো অভিযোগ করে বসলেন, তিনি বাদে বাকি দুজন বাকি সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। উৎসবের কোন মজার ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে আফনান চৌধুরী বলে, "টিমে কাজ করার তেমন কোন মজার ঘটনা নেই। সারাদিন ঘুরে বেড়ানোই মজার ঘটনা।" ডেলিগেটদের তথ্য দেওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেও ডেলিগেট টিমের কাজই সবচেয়ে আরামের– এমনটাই দাবি সবার। কাজ করার সময় কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কিনা জানতে চাইলে ডেলিগেট টিমের সদস্যরা আফসোস করে জানান, "স্টলে কাজ করার সময় অনেক এসে শিডিউল, বুলেটিন ইত্যাদি চায়। স্টলের উপর বড় করে 'ডেলিগেটস' লেখা থাকা সত্ত্বেও সবাই পাশের ২টি স্টল বাদ দিয়ে আমাদের স্টলেই কেন এসে ভিড় করে তা শুধুই রহস্য!"

- *রাজকন্যা রাজ্জাক*

৫টি নাম, ১টি খাম!

গত ২৭শে জানুয়ারি শিশু-কিশোরদের চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার ফলাফল একটি হলুদ খামে উৎসব পরিচালক রায়ীদ মোরশেদ ও উৎসব প্রোগ্রামার আবীর ফেরদৌস এর হাতে তুলে দেয় ৫ সদস্যের জুরিবোর্ড। সারাদেশের বাছাইকৃত ৩১টি চলচ্চিত্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতাটি। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ৫টি ছবি সিএফএস পুরস্কৃত করবে উৎসবের সমাপনী দিনে। উৎসব পরিচালক রায়ীদ মোরশেদ 'আমাদের উৎসব' টিমকে জানান, "আমি খুবই অবাক হয়েছি প্রতিবার জুরিবোর্ডের ফলাফল ঘোষণা করতে বিলম্ব হয়। কিন্তু এবারের জুরিবোর্ড ছবি প্রদর্শনীর ২দিন পরেই হাসিমুখে আমার হাতে ফলাফল তুলে দিল। ওরা কাজে ফাঁকি দিল নাকি কে জানে...!?" অন্যদিকে বিচারক মন্ডলীর সদস্য সৈয়দা সামিয়া রহমান টুসি এই প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের নির্বাচিত ৫টি ছবি অন্য ছবিগুলোর তুলনায় ভালো মানের। আর ভালো কোন ছবির বিচার বিশ্লেষণ করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। অন্য সব কাজে ফাঁকি দিলেও আমরা কেউ জুরির কাজে ফাঁকি দেইনি।"

বন্ধুরা, ফলাফল যাই হোক তোমরা তোমাদের স্বপ্নগুলো ফ্রেমে বাঁধতে থাকো। তোমাদের চিন্তা-ভাবনা গুলো ছড়িয়ে দাও সবার মাঝে।

- আমাদের উৎসব

উৎসবের স্বেচ্ছাসেবীদের দেখলে হিংসা হয়!

- আজকে কিন্তু সবগুলো ছবি দেখে যাব।
- নারে, সময় হবে না। মা বকা দেবে।
- এত কষ্ট করে এসে না দেখে চলে যাব? আমি তো সব দেখেই যাব...
- আমিও থাকব। এই ছবিটা অনেক ভালো...

এমন কথপোকথন শুনে এগিয়ে গেলাম দলটির দিকে। স্কুলের পোশাক পরা মেয়েরা নিজেদের মধ্যে খুনসুটিতে ব্যস্ত। এর মধ্যে এক ফাঁকে দলের একজন নওশিন জানালো সে ও তার তিন বান্ধবী ইউসরা, মৃত্তিকা আর রিপা এসেছে ৮ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ঘুরে দেখতে। "আমি প্রতিবারই আসি", জানালো নওশিন। মৃত্তিকা কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "উৎসবের স্বেচ্ছাসেবীদের দেখলে হিংসা হয়, আমিও পরের বছর হতে চাই। এবারেই প্রথম ঘুরতে এসেছে ইউসরা আর রিপা।" তারা জানালো, "প্রতিবছরই আসতে চাই, ছবি দেখতে ভীষণ ভালো লাগে আমাদের। আর এখানে তো সবাই ছবিপ্রেমী।"

- সাদীয়া ইসলাম রোজা

"এ টু জেড সবই মাথায় থাকে"

'প্লান এ' স্বাভাবিক প্রোজেকশন, 'বি' ডিভিডি বদলে ব্লু-রে ব্যবহার করা, 'সি' ক্যাসেট আটকে গেলে হার্ড-ড্রাইভ থেকে চালানো... হটাৎ ছবি আটকে যাওয়া পরবর্তী প্লানগুলো বলতে বলতে হাপিয়ে যাচ্ছিল প্রোজেকশন টিমের প্রধান, জিহাদ। উৎসবটা ক্ষুদে আর তরুণ নির্মাতাদের তৈরী ফিল্ম নিয়ে। অথচ সেখানেই উৎসবে কাজ করা ভলান্টিয়ারদের ক্ষোভ ফিল্ম দেখতে না পাওয়া নিয়ে। আজ এই ভেন্যুতে তো কাল অন্য ভেন্যুতে কাজ করার ফাঁকে ফিল্ম দেখার সময়টা ঠিক করেই ওঠা হয় না। কিন্তু প্রোজেকশন টিম! উৎসবের একমাত্র টিম, যে টিমের সদস্যদের কাজই দর্শকদের ফিল্ম দেখানো। সেই সুযোগে দেখা হয়ে যায় প্রদর্শিত প্রায় সব ফিল্মই। এই টিমে আরও রয়েছে তাসনীম ও মাহাদী।

- সামিয়া শারমিন বিভা

হ্যাট্রিক!!!

ফুটবল খেলায় পরপর ৩বার গোল করলে হয় হ্যাট্রিক, ক্রিকেট খেলায় ৩টি বল মেরে পরপর ৩টি উইকেট ফেলে দিলে তাও হয় হ্যাট্রিক। ঠিক একইভাবে পরপর ৩টি উৎসবে পুরস্কার পেয়ে হ্যাট্রিক পেয়েছেন রায়হান আহম্মেদ। আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ আসরে তার ৩টি ছবি পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়। ৪র্থ উৎসবে তার ছবি 'ব্লাইন্ড হোপ' দ্বিতীয়, ৫ম উৎসবে 'থার্ড নভেম্বর' দ্বিতীয় এবং ৬ষ্ঠ উৎসবে ছবি 'আই উইল মিস ইউ' তৃতীয় স্থান অর্জন করে। এখন পর্যন্ত উৎসবে ৮টি আসরে আর কেউ এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি। এরকম একটি রেকর্ড গড়ার পর অনুভূতি কি এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "ছবি বানানো আমার নেশা, আজীবন ছবি বানিয়ে যেতে চাই। যখন ছবি বানিয়েছি তখন ভাবিনি এমন একটি রেকর্ড হয়ে যাবে।"

- সাদীয়া ইসলাম রোজা

THE POPCORN DIARIES

3,2,1 Action!

A Workshop on film making for the young film makers is an integral part of International Childrens' FIlm Festival. This year, it was on 'Visual Story Telling', held in British Council yesterday. National and International award winning Filmmaker Abu Shahed Emon conducted the whole workshop. Emon explained that a film should be that visualization we have when we are listening to a story with our eyes closed. He also said, 'A filmmaker should have the ability to create magic with their words. A person who can talk about themselves in concrete can represent others, too'. Delegates were thoroughly inspired and they are looking forward to attend more workshops organised by Children's Film Society, Bangladesh.

- Syeda Ashfah Toaha Duti

DAILY DOSE OF 69 WISDOM

Rasheda K Choudhury, Former Adviser to the Caretaker Government

Bangladesh, while having developed wildly in terms of open mindedness in the past few decades or so, is quite depressingly still at the stage where parents have to restrict their daughters' wardrobe item, mainly because the sons are still left untaught to respect women's bodies. It is now upon the parents to teach their sons that, for their daughters to feel safe.

All the way from Japan

Kazuyo Minamide has been attending this festival since 2009. She assisted in many films of Morshedul Alam, former festival director. 'A movie can enlighten a mind. It can be the beginning of something good!' says Kazuyo. She wished the festival all the best and yes, she is waiting for more! Of course, she praised the volunteers' dedication towards the festival. She said that she will surely come back next year.

MOVIE REVIEW: Tuck Me In

All a child wants is 'love'. Love is the sacred thing that makes a child feel important to his/her parents. Due to work and daily life, parents can't give their children the love and attention kids desire. Every night, before bed, Young Alex asks his father to tuck him in. Alex gets tucked in. But that's not the only thing he asks for!

-Syeda Ashfah Toaha Duti

Editor: Abu Sayeed Nishan
Co-editor: Adiba Karin, Ashik Ibrahim, Auroni Semonti Khan
Co ordinator: Zamshedur Rahman Shajib
Senior Reporter: Mahmud Shourov
Reporter: Samia Sharmin Biva, Sadia Islam Roza, Razkanna Razzaque Poushi, Syeda Ashfah Toaha Duti, Raidah Morshed

Organized by

Supported by

Associated Partners

Online Marketing Partner